ঢাবির ‘খ’-ইউনিট

পাসের হার ২৩ দশমিক ৭২ শতাংশ ভর্তিযোগ্য ১০ হাজার ১৮৮ জন

সংবাদ : প্রতিনিধি, ঢাবি

| ঢাকা , সোমবার, ১৪ অক্টোবর ২০১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) খ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে, যাতে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ২৩ দশমিক ৭২ শতাংশ পরীক্ষার্থী। ভর্তির যোগ্য বিবেচিত ১০ হাজার ১৮৮ জনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত দুই হাজার ৩৭৮ জন শিক্ষার্থী খ-ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত বিভাগগুলোতে লেখাপড়া করার সুযোগ পাবেন। এ বছর মোট ৪৫ হাজার ১৮ জন খ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য আবেদন করলেও শেষ পর্যন্ত গত ২১ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা দেন ৪২ হাজার ৯৫৪ জন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রোল নম্বর, বোর্ডের নাম, পাসের সাল এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার রোল নম্বরের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষার ওয়েবসাইট থেকে ফল জানতে পারবেন। এছাড়া যে কোন মোবাইল ফোন থেকে এসএমএস পাঠিয়েও ফলাফল জানা যাবে।

গতকাল দুপুরে ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিসে সংবাদ সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন। খ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়ক ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক রহমত উল্লাহ এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন। এর আগে গত ২১ সেপ্টেম্বর খ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ২১ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর গতকাল পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়। গত দুই বছর প্রশ্নফাঁস ও ভর্তি জালিয়াতির অভিযোগ ওঠায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবার পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনে। নতুন নিয়মে ৭৫ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সঙ্গে ৪৫ নম্বরের প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিতে হয়েছে পরীক্ষার্থীদের। ৯০ মিনিটের পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিকের জন্য ৫০ মিনিট এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য ৪০ মিনিট সময় পেয়েছেন তারা।

২০০ নম্বরের মধ্যে ১৭৯ দশমিক ২৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে এবার খ-ইউনিটের মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছেন বেগম বদরুন্নেছা মহিলা কলেজ থেকে পাস করা আফরাজ আরসিয়ান। ১৭৭ দশমিক ৭৫ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন ময়মনসিংহের সৈয়দ শহীদ নজরুল ইসলাম কলেজ থেকে পাস করা নুরুন্নাহার উর্মী এবং তৃতীয় হয়েছেন জামালপুরের তারাকান্দা কলেজের বিশ্বময় শর্মা প্রমীত।

খ-ইউনিটে এবার গতবছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পাস করেছে জানিয়ে উপাচার্য আখতারুজ্জামান বলেন, শিক্ষার্থীদের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের লেখাপড়াকে গুরুত্ব দিয়ে প্রশ্নপত্র সাজানোর ফলেই পাসের হার গত বছরের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যোগ্য বিবেচিতদের মধ্যে মেধাক্রম অনুসারে ১ থেকে ৬০০০ জন শিক্ষার্থী ১৬ অক্টোবর বিকেল ৫টা থেকে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৪টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে বিষয়ের পছন্দক্রম পূরণ করতে পারবেন। কোটায় আবেদনকারীদের ১৬ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবরের মধ্যে কলা অনুষদের ডিন অফিস থেকে ফর্ম সংগ্রহ করে পূরণ করে তা সেখানেই জমা দিতে হবে। ফলাফল নিরীক্ষণের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে এই সময়ের মধ্যে ডিন বরাবর আবেদন করা যাবে। এছাড়া অন্যসব তথ্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সংক্রান্ত ওয়েবসাইট দেখতে বলা হয়েছে।